|  |
| --- |
| **অধ্যায়-১১****জননিরাপত্তা বিভাগ** |

**১.০ ভূমিকা**

“নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ” গঠনের অভিলক্ষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অভিপ্রায়ে দেশের সার্বিক জননিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখার উপর সরকার সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনে জননিরাপত্তা বিভাগ এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, সমুদ্র ও সীমান্তবর্তী এলাকার অপরাধ ও চোরাচালান দমন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা প্রদান, জঙ্গিবাদ ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টিকারী প্রচেষ্টা ও সাইবারক্রাইম দমনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্ব বিবেচনায় বিগত ১০ বছরে জননিরাপত্তা বিভাগের বাজেট যৌক্তিকহারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার সাথে সাথে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। সর্বোপরি, জননিরাপত্তা বিভাগ অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নের মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনগণের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন কর্মকৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ গড়ে তুলবে ভবিষ্যত মানব সম্পদ; যা হবে ভিশন- ২০৪১ এর মূল চালিকা শক্তি। সামাজিক অবক্ষয় ও অপরাধ প্রবণতা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করে। জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত শিশুর অধিকার কনভেনশন, ১৯৮৯ অনুযায়ী শিশুর স্বাভাবিক বিকাশে নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। তাছাড়া SDG Goals এর ১৬(২) Indicator অনুযায়ী শিশুর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার অঙ্গীকার হচ্ছে- “End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children”। শিশুর শৈশবকে সহিংসতা, পাচার ও সকল প্রকার নিপীড়ন হতে রক্ষা করার এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জননিরাপত্তা বিভাগ অংঙ্গীকারাবদ্ধ। এই উদ্দেশ্য পূরণে জননিরাপত্তা বিভাগের কার্যক্রমসমূহের মধ্যে - শিশুর নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনি কাঠামো ও নির্দেশনা সুদৃঢ়করণ, উন্নততর প্রশিক্ষণ, শিশু নির্যাতন বন্ধকরণ, শিশু পাচার রোধকরণ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, সীমান্ত সুরক্ষা, ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন, মাদকের ছোবল হতে শিশুদের সুরক্ষা, শিশু শ্রম রোধে পুলিশি সহায়তা, শিশু পর্ণগ্রাফি রোধ, সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। সার্বিকভাবে, জননিরাপত্তা বিভাগ ও তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন শিশুর নিরাপদ শৈশব ও স্বাভাবিক বেড়ে উঠার বিষয়ে অত্যন্ত সচেতনভাবে কাজ করে যাচ্ছে যাতে বাংলাদেশের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা ভিশন-২০৪১ এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিশ্চিত হয়।

**২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহিত কার্যক্রমসমূহ**

জননিরাপত্তা বিভাগের জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুর নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় গৃহিত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ-

| **জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ** | **কার্যক্রমসমূহ** |
| --- | --- |
| **বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন:** বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ ও বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা, ২০১৭ প্রণিত হয়েছে। এ আইনে দন্ডের পরিমাণ/মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। | * বাল্যবিবাহ সামাজিকভাবে বন্ধের উপর জোর দেয়া হয়েছে;
* প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে বাল্যবিবাহ নিরোধ প্রতিরোধ কমিটি গঠন;
* প্রয়োজনে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হচ্ছে।
 |
| **ইভটিজিং বন্ধ:** ইভটিজিং বন্ধে দন্ডবিধির ৫০৯ ধারাকে মোবাইল কোর্টের তফসিলভূক্ত করা হয়েছে। | * ইভটিজিং এর বিরুদ্ধে সরেজমিন এবং তাৎক্ষণিক ব্যাবস্থা নেয়ার জন্য নিয়মিত মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালনা করা;
* অপরাধপ্রবণ স্পটে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা;
* স্কুল/কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে অপরাধমূলক তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেয়া।
 |
| **ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন:**সারাদেশে বাংলাদেশ পুলিশের অধীন মোট ০৮ টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। | * ভিকটিম শিশুদের আইনি সহায়তা, সাময়িক আশ্রয়, ঠিকানাবিহীন ভিকটিমের আইনগত হস্তান্তর প্রক্রিয়া নিস্পত্তি করা;
* শিশুকেন্দ্রিক বিশেষায়িত তদন্ত নিস্পত্তি;
* শিশুর পুনর্বাসনে সহায়তা করা;
* শিশুর সকল মানবিক সহায়তা নিশ্চিতকরণ।
 |
| **কল সেন্টার স্থাপন ও অপারেশন মনিটরিং:** * ৯৯৯ ইমারজেন্সি কল সেন্টার মেট্রোপলিটন পুলিশের ক্রাইম এন্ড কমান্ড সেন্টারে স্থাপিত হয়েছে।
* a2i প্রকল্পের ৩৩৩ সার্ভিস সংক্রান্ত নিদের্শনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
 | * কল সেন্টারে অন্যান্য অপরাধের পাশাপাশি বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, শিশু নির্যাতন, শিশুর প্রতি সহিংস আচরণের ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করে তা অপারেশনাল ইউনিটে প্রেরণ করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হয়;
* কল সেন্টারের নির্দেশনা মোতাবেক পুলিশি অভিযান পরিচালনা করা হয়;
* প্রয়োজনে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করা হয়।
 |
| **প্রশাসনিক রেগুলেশন এন্ড মনিটরিং কার্যক্রম:**পুলিশ সদর দপ্তরে স্থাপিত সুনির্দিষ্ট সেলে সংবাদ/অভিযোগ প্রাপ্তির পর শিশুর প্রতি সহিংস ঘটনার যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া এবং মনিটরিং করা। | * নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল গঠন;
* এসিড অপরাধ দমন মনিটরিং সেল গঠন;
* মানব পাচার প্রতিরোধ মনিটরিং সেল গঠন;
* শিশুর প্রতি সহিংস ঘটনার যথাযথ ব্যবস্থা এবং মনিটরিং করা;
* জেলা ও উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় নিয়মিত ফলোআপ করা।
 |
| **অপরাধ প্রবণতা রোধ সংক্রান্ত আইনী কাঠামো:** ফৌজদারী কার্যবিধি (১৪৯-১৫৩), দন্ডবিধি এবং অন্যান্য আইনে শিশুর নিরাপত্তা বিধানসহ অপরাধ প্রবণতা রোধে সংক্রান্ত প্রতিরোধমূলক বিধি-বিধান প্রণয়ন। | * অপরাধ প্রবণতা রোধে পুলিশ কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধি ও পি আর বি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ;
* অপরাধ প্রবণতা রোধে প্রতিরোধমূলক টহল, তল্লাশী ও অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।
 |
| **দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে উপযুক্ত দন্ড প্রদান নিশ্চিতকরণ:** দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে শিশু হত্যা মামলা স্থানান্তরকরণ। | * নৃশংসভাবে শিশু হত্যাকান্ডের মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০২ এর ৬ ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরকরণ।
 |
| **সোস্যাল মিডিয়া সার্ভিলেন্স:** ন্যাশনাল টেলিকমিউনেকেশন মনিটরিং সেন্টার সোস্যাল মিডিয়া সার্ভিলেন্সের কাজ করে যাচ্ছে। সোস্যাল মিডিয়া সার্ভিলেন্সের কাজে নিয়োজিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ হল:* এন্টি টেরোরিজম ইউনিট
* কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট
* সাইবার পুলিশ ইউনিট
* ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ
* র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন
 | * অন্যান্য অপরাধের সাথে শিশু পর্ণগ্রাফি, সহিংস ঘটনার মনিটরিং ও তথ্য উপাত্ত অপরাধ প্রতিরোধে ও প্রসিকিউশনে সরবরাহ;
* সোস্যাল মিডিয়া মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা।
 |
| **৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন:**৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে নারী ও শিশুদের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান। | * থানাসমূহে নারী ও শিশুদের জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে নারী ও শিশুদের বিষয় আলাদাভাবে গুরুত্বসহকারে নিস্পত্তি করা হয়;
* শিশু কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন।
 |
| **বৈদেশিক অর্থায়নে প্রকল্প:**UNICEF এর অর্থায়নে পরিচালিত Child Protection and Monitoring Project (CPMP) | * প্রতিটি থানার হেল্প ডেস্ক অফিসারদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
* Child affairs desk skill সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান;
* শিশুদের আইনি সহায়তা দেয়া;
* পূর্বের কেসসমূহ নিয়মিত মনিটরিং করা।
 |
| **বর্ডার ডিজিটাল সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন:**শিশু ও মানব পাচার রোধে সীমান্তে কাঁটাতার ও ডিজিটাল সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন। | * বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) ও বর্ডার সেন্ট্রি পোস্ট (বিএসপি) এর সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ;
* শিশু ও মানব পাচার রোধে সীমান্তে কাঁটাতার ও ডিজিটাল সার্ভিলেন্স সিস্টেম এর মাধ্যমে দুর্গম এলাকায় নিয়মিত মনিটরিং করা ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া।
 |
| চিলড্রেন হ্যাপি আওয়ার | * সরকারি/বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় করে রাজধানীর ১/২টি রাস্তায় সুবিধাজনক সময়ে ট্রাফিক কন্ট্রোলের মাধ্যমে শিশুদের খেলাধুলার জন্য উন্মুক্ত রাখা;
* খেলার মাঠে নিরাপত্তা প্রদান করা।
 |
| সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী জনবান্ধব আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী গঠন | * পুলিশ ও বিজিবিতে নতুন জনবল নিয়োগ;
* APA তে প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতি সংযোজন;
* শিশু বান্ধব মানবিকতা আনয়নে প্রশিক্ষণ;
* প্রশাসনিক ও আইনি কাঠামোতে সরকারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
 |
| **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG):**ইউএনডিপি (UNDP) কর্তৃক প্রণীত (SDG) লক্ষ্যমাত্রার ১৬নং অভীষ্ঠ লক্ষ্যের জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ Lead Division হিসেবে নির্ধারিত। | * শক্তিশালী পুলিশ বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে নতুন নতুন থানা গঠন, এন্টি টেররিজম ইউনিট গঠন, ২টি মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিট গঠন এবং ৫০ হাজার নতুন জনবল নিয়োগ;
* বিজিবির ৪টি সেক্টর পুনর্গঠন ও ১৫ হাজার নতুন জনবল নিয়োগ;
* শিশু সহিংসতা সংশ্লিষ্ট মামলার দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা;
* সীমান্তে সার্ভিলেন্স বৃদ্ধি করা।
 |

**৩.০ শিশু বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিগত তিন বছরের অর্জন**

* **শিশুর প্রতি সহিংস আচরণের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা:**
* খুলনায় সংগঠিত শিশু রাকিব হত্যা (পায়ুপথে বাতাস ঢুকিয়ে হত্যা) মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রধান আসামিসহ ০২ জনের ফাঁসির দন্ড প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে;
* শিশুর প্রতি সহিংস আচরণ প্রতিরোধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।
* অভিযান ও মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে ইভটিজিং এর পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে;
* সামাজিক উদ্যোগ, অভিযান ও মোবাইল কোর্টের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দেশের অনেক উপজেলা বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষনা করা সম্ভব হয়েছে;
* মাদক পাচারে শিশু ব্যবহারের প্রবনতা কমিয়ে আনার জোরালো পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে;
* ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে বিগত তিন বছরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিচয়হীন/নির্যাতিত শিশুকে পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়েছে।

**৪.০ জননিরাপত্তা বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ**

| (বিলিয়ন টাকা) |
| --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট** **2020-21** | **বাজেট** **2019-20** | **প্রকৃত****2018-19** |
| বিভাগের মোট বাজেট |  | 219.23 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 197.57 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 21.66 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট |  | 43.48 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 39.18 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 4.30 |  |
| জাতীয় বাজেট |  | **5,232** |  |
| জিডিপি |  | **28,859** |  |
| জাতীয় বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 18.13 |  |
| বিভাগের বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.76 |  |
| বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 4.19 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.15 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 0.83 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের শতকরা হার) |  | **19.83** |  |

**সূত্রঃ অর্থ বিভাগ**

**৫.০ উত্তম চর্চা**

|  |
| --- |
| **৯৯৯ জাতীয় জরুরী সেবার সফলতা****ঘটনা:-১**হেমায়েতপুর, সাভার সিএফএস নং: ৮৫৬৯০৮২। গত ১০ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি: তারিখ রাত ০২:৪২ মিনিটে সাভারের হেমায়েতপুরের লালন টাওয়ারের সামনে থেকে আরিফ রেজা নামের একজন নাগরিক জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এ কল করে জানায় যে, তিনি আনুমানিক দশ বছর বয়সের হারিয়ে যাওয়া একটি মেয়েকে পেয়েছেন। মেয়েটি তার পরিচয় ঠিকমত বলতে পারছে না। এমতাবস্থায় মেয়েটিকে তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দিতে পুলিশের সহযোগীতা প্রয়োজন। খবরটি কল টেকার মাহফুজুর রহমান দ্রুত সভার মডেল থানায় জানিয়ে দেন। খবর পেয়ে এসআই এখলাস দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে মেয়েটির পরিবারকে খুজেঁ বের করে তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। **ঘটনা:-২**নুরডাঙ্গা, বাগেরহাট সিএফএস নং-৮৫২৩২১৯। বিগত ০৬ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি: তারিখ রাত ২২:৫২ মিনিটে বাগেরহাট সদরের নুরডাঙ্গা গ্রাম থেকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ কল করে ০৪টি শিশুকে এলাকার লোকজন গাছের সাথে বেধে মারধর করছে এবং তাদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা খুবই আশষ্কাজনক জানিয়ে পুলিশের জরুরি সাহায্য কামনা করা হয়। কল টেকার নাঈম খবরটি দ্রুত বাগেরহাট সদর থানায় জানিয়ে দেন। ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পেট্রোল ডিউটি অফিসার এএসআই সঞ্জয় দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ০৪টি শিশুকে উদ্ধারপূর্বক থানায় নিয়ে এসে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদেরকে তাদের পরিবারের জিম্মায় হস্তান্তর করা হয়।**ঘটনা:-৩**মৌজারমিল, আশুলিয়া, ঢাকা সিএফএস নং-৯৫৭৬৪২০। গত ১৪ মার্চ ২০১৯ খ্রি: তারিখ বিকেল ১৬:২৫ মিনিটে মৌজারমিল, আশুলিয়া থেকে হাফিজুল ইসলাম নামের এক ব্যাক্তি জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এ কল করে জানান যে, তাদের এলাকা মৌজারমিল এর সামনে একটি নবজাতক রাস্তার পাশে পড়ে আছে। এই ব্যাপারে তারা পুলিশের জরুরি সাহায্য কামনা করেন। খবরটি কল টেকার নুপুর দ্রুত আশুলিয়া থানায় জানিয়ে দেন। আশুলিয়া থানা সংবাদ পেয়ে নিকটস্থ পেট্রোল টিমকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে শিশুটি উদ্ধার করে। পরবর্তীতে একটি পরিবার শিশুটির লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করায় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে তাদের জিম্মায় হস্তান্তর করা হয়।**ঘটনা:-৪**বন্দরটিলা, চট্টগ্রাম সিএফএস নং-৯০২৩৮৫৮। ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি: তারিখ সকাল ০৮:৩৪ মিনিটে মাহফুজা বেগম নামের এক নারী বন্দরটিলা, চট্টগ্রাম থেকে কল করে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ কে জানায় যে, বন্দরটিলার জাহাঙ্গীর হোটেলের পাশে ৮ বছরের একটি বাচ্চা ছেলেকে চুরির অপবাদ দিয়ে লোকজন পিলারের সাথে বেঁধে মারধর করছে। ছেলেটির অবস্থা শোচনীয় জানিয়ে তিনি পুলিশের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেন। কল টেকার দুলাল দ্রুত ইপিজেড পুলিশ ষ্টেশনের ডিউটি অফিসারকে সংবাদটি জানিয়ে দেন। ডিউটি অফিসার সংশ্লিষ্ট পেট্রোল টিমের এসআই জাহাঙ্গীর আলমকে ঘটনাস্থলে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। এসআই জাহাঙ্গীর আলম দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে সোহেল হোসেন নামীয় ছেলেটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন এবং পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। |

**৬.০ শিশু কেন্দ্রিক বাজেট বাস্তবায়নে জননিরাপত্তা বিভাগের চ্যালেঞ্জসমুহ:**

* শিশুর নিরাপত্তায় অধিক আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী নিয়োগ করা প্রয়োজন;
* শিশুর জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ;
* চাইল্ড হ্যাপি আওয়ারের আওতায় উন্মুক্ত স্থানে শিশুর খেলাধুলার ব্যবস্থা করার কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
* শিশুর নিরাপদ শৈশব নিশ্চিত করার জন্য আলাদাভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিশেষায়িত গবেষণার প্রয়োজন;
* শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত জনবলের অভাব;
* শিশুকেন্দ্রিক উন্নততর প্রশিক্ষণের অভাব;
* জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে ভিকটিম শিশুদের নিরাপদ আশ্রয় বা ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের অভাব;
* শিশু বা অভিভাবকগণ নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারে এরুপ বিশেষায়িত কার্যক্রমের অভাব।

**৭.০ শিশুকেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনা**

| **পরিকল্পনার মেয়াদ** | **পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম** |
| --- | --- |
| **স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা** | * আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রত্যেক সদস্যের শিশুকেন্দ্রিক উন্নততর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
* শিশুর প্রতি সহিংসতারোধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শিশুর নিরাপদ জীবন ও সুরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সভা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা;
* মাদকের ছোবল হতে শিশুদের রক্ষায় বিশেষ জনসচেতনতামূলক প্রচারণা কাযর্ক্রম গ্রহণ;
* “শিশুর নিরাপদ জীবন ও সুরক্ষা” - শীর্ষক আলোচ্যসূচি জেলা ও উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
 |
| **মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা** | * শিশু ও মানব পাচার রোধে সীমান্তে ডিজিটাল সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন;
* শিশুর নিরাপত্তা ও তার শৈশব সুরক্ষায় কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর (SOP) প্রণয়্ন।
 |
| **দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা** | * প্রত্যেক জেলা পর্যায়ে ভিকটিম শিশুসহ অন্যান্য ভিকটিমদের নিরাপদ আশ্রয়দানের লক্ষ্যে জেলা ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন করা;
* শিশু ও মানব পাচার রোধে সীমান্তে কাঁটাতার ও সীমান্ত সড়ক স্থাপন।
 |

**৮.০ উপসংহার**

“নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ” রূপকল্পকে প্রাণে ধারণ করে এবং “অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চতকরণ”- এ অভিলক্ষ্যকে নিজ কার্যক্রমে অটুট রেখে জননিরপত্তা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রাষ্ট্রের জননিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ শান্তিপূর্ণ জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি শিশুদের নিরাপদ শৈশব ও কৈশর সুরক্ষার কাজে জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসমূহ ও স্থানীয় প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে শিশুর প্রতি সহিংস আচরণ, শিশু পর্ণোগ্রাফি, শিশুর অপব্যবহার, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও ইভটিজিং বন্ধের মাধ্যমে শিশুর নিরাপদ বেড়ে উঠা নিশ্চিতে জননিরাপত্তা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বর্ণিত কার্যক্রমসমূহের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক প্রেক্ষাপটের দৃশ্যমান পরিবর্তনে জননিরাপত্তা বিভাগ অঙ্গীকারাবদ্ধ।